দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা ... ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

তারিখঃ 3 JAN 1989
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম 3 ...

128

24

বেসরকারী শিক্ষকদেরও মহার্ঘভাতা দিন

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে সরকারী কর্মচারীদের জন্য ৩০% মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া হতো। বাজারে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেলে তা সরকারী বেসরকারী কর্মচারী সকলের জন্য বাড়ে, এই বিষয়টি উপলব্ধি করে তৎকালীন সরকার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীকেও ঐ ৩০% মহার্ঘ্যভাতা দিতেন। ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ ক্ষমতা গ্রহণের পর মহামান্য বর্তমান রাষ্ট্রপতি পুনরায় ৩০% মহার্ঘ্য ভাতা ঘোষণা করেন। অর্থাৎ সর্বমোট মহার্ঘ্য ভাতা দাঁড়ায় ৬০%। আমরা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী পুনরায় ঘোষিত ৩০% সহ ৬০% মহার্ঘ্য ভাতা পেতাম। ১৯৮৫ সালের ১লা জুন থেকে সমস্ত মহার্ঘ্য ভাতা বাদ দিয়ে নতুন জাতীয় স্কেল ঘোষণা করা হয়। নতুন জাতীয় স্কেল ঘোষণা হলেও তা আমাদের জন্য অন্তঃসারশূন্য ভাবেই কার্যকরী হয় ঘোষণার ১ বছর পর থেকে। বর্তমান সরকার পুনরায় ১৯৮৭ সালের ১লা জুন থেকে ১০% মহার্ঘ্যভাতা ঘোষণা করেন। কিন্তু প্রায় দু'টি অর্ধবছর অতিক্রান্ত হতে চলল অথচ আমরা এখনও কোন মহার্ঘ্য ভাতা পাইনি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে আমরা উক্ত ভাতা পাব না। আমরা পূর্বে মহার্ঘ্যভাতা পেতাম, এখন পাই না। এই দু'টি সময়ের মধ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতার কোন পরিবর্তন হয়নি। সুতরাং আমরা পূর্বে যে কারণে মহার্ঘ্যভাতা পেতাম ঠিক একই কারণে এখনও আমরা মহার্ঘ্যভাতার যুক্তিপূর্ণ দাবীদার। সরকার কেন এই বিরাট সংখ্যক শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং সর্বোপরি মহামান্য রাষ্ট্রপতির দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

প্রদীপ কুমার সাহা,
সহকারী শিক্ষক,
ছাগলাদাহ ইউনিয়ন আদিলউদ্দিন
স্মরণিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
ডাকঘর : পাতলা-গোবিন্দপুর,
উপজেলা : তেরখাদা,
জেলা : খুলনা।